Bangla – বাংলা

কুদস কখনোই ইহুদীদের হবে না

বিবৃতি ৩৩

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

অর্থঃ "যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।" (সূরা তাওবা ০৯:১৪)

গর্বিত হে প্রিয় উম্মাহ!

(আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন। সম্মানিত করুন এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সুযোগ করে দিন)। এ মহামূল্যবান সময়ে আপনাদের উদ্দেশ্যে, আমি কয়েকটি কথা লিখছি। এটা এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ সময়, যখন আল্লাহ তাআলা লড়াইকারীদের জন্য জিহাদের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। স্বীয় বান্দাদের সামনে জিহাদের আবশ্যকতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। ফলে কয়েক দশক যাবৎ উলামায়ে কেরামের এই ঘোষণার বাস্তবতা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, জিহাদ বর্তমান সময়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয।

দেখুন, কাফের গোষ্ঠী এবং ক্রুসেডার জায়নবাদী যৌথ শক্তি 'জায়নবাদী সংঘ'কে সাহায্য করার জন্য জোটবদ্ধ হয়েছে। আরব দেশের মুনাফিক তাগুত গোষ্ঠীও তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। জায়নবাদী পক্ষ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে নেমে পড়েছে। পৃথিবীতে হত্যাকাণ্ড, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসযজ্ঞ আরম্ভ করেছে। এটা ছোটো বড় কারোই অজানা নয়।

তাই পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য খুব বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। পরিস্থিতি আমাদের কথার চেয়েও বেশি বেগবান। এই পরিস্থিতি শুধু ঐ সমস্ত

মানুষের কথাই বলছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُوَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

অর্থ: "মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি"। (সূরা আল-আহযাব ৩৩:২৩)

উম্মাহ এখন যে অবস্থা পার করছে, এই বাস্তবতাও যদি কাউকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং উম্মাহর পবিত্র ধর্মীয় বিষয়গুলো প্রতিরক্ষার জন্য তাড়িত না করে, এই পরিস্থিতি পেয়েও কেউ যদি মূল্যবান এই সুযোগ যথাসাধ্য কাজে লাগানোর চেষ্টা না করে, তবে তো সেই ব্যক্তি পথহারা। সে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিম্নোক্ত আয়াতের ধমকি মেনে নিতে রাজি!

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَ انُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থ: "বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।" (সূরা আত-তাওবা ০৯:২৪)

এই বিবৃতিতে আমরা সেই ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করতে চাই, শামের রণাঙ্গন যা অতিক্রম করছে। এখানে গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। নির্মম-নির্দয় বোমাবর্ষণ চলছে। সুন্নীদের জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। তাই উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর এখনই সময়। এই দায়িত্ব আমাদের। লড়াই ও প্রতিযোগিতার

বিজয়মাল্য কেড়ে নেবার এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে আন্তর্জাতিক নানা ষড়যন্ত্র এবং জাতিরাষ্ট্রগুলোর স্বার্থসিদ্ধির ছোবল থেকে মুক্ত করে পুনরায় গতিশীল করার জন্য এখনই উদ্যোগী হতে হবে। নিঃসন্দেহে বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। এবং এটা প্রামাণ্য করে দিয়েছে যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র পথ, আল্লাহর শত্রুদের ওপর হামলার পথ, শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে থাকা এবং তাদের প্রতি অনমনীয় থাকাই হলো – ইজ্জত, মর্যাদা ও গৌরবের সোপান। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থঃ “আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন”। (সূরা আল-আনফাল ০৮:৩৯)

এ বিষয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

অর্থঃ “যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না”। (সুনানে আবু দাউদ: ৩৪৬২)

মর্যাদার অধিকারী হে গর্বিত উম্মাহ!

এখন আল্লাহর দীনের নুসরত এবং আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করার সময়। কাফেররা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে জোটবদ্ধ হয়েছে। তাই তাদের

বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদেরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতায় সকলের এগিয়ে আসতে হবে। কারণ আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: "আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন"। (সূরা তাওবা ০৯:৩৬)

অতএব নতুন করে গাজার ওপর ক্রুসেডার জায়নবাদী এই যৌথ হামলার উদ্দেশ্য শুধু গাজা এবং সেখানকার অধিবাসীরা নয়; বরং এটা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

হে আল্লাহ! আপনি আপনার দীন, আপনার কিতাব এবং আপনার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাহকে সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! আপনার পথে আমাদেরকে জীবিত অবস্থায় পরিচালিত করুন। আমাদের মাধ্যমে আপনার দীনকে শক্তিশালী করুন। সর্বোত্তম শাহাদাত ফী সাবীলিল্লাহ-এর মাধ্যমে আমাদের পরিসমাপ্তি ঘটান।

সোমবার,

২৪ শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরী

০৯ ই অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।